দৈনিক খবর

১৯

তারিখ 13 APR 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

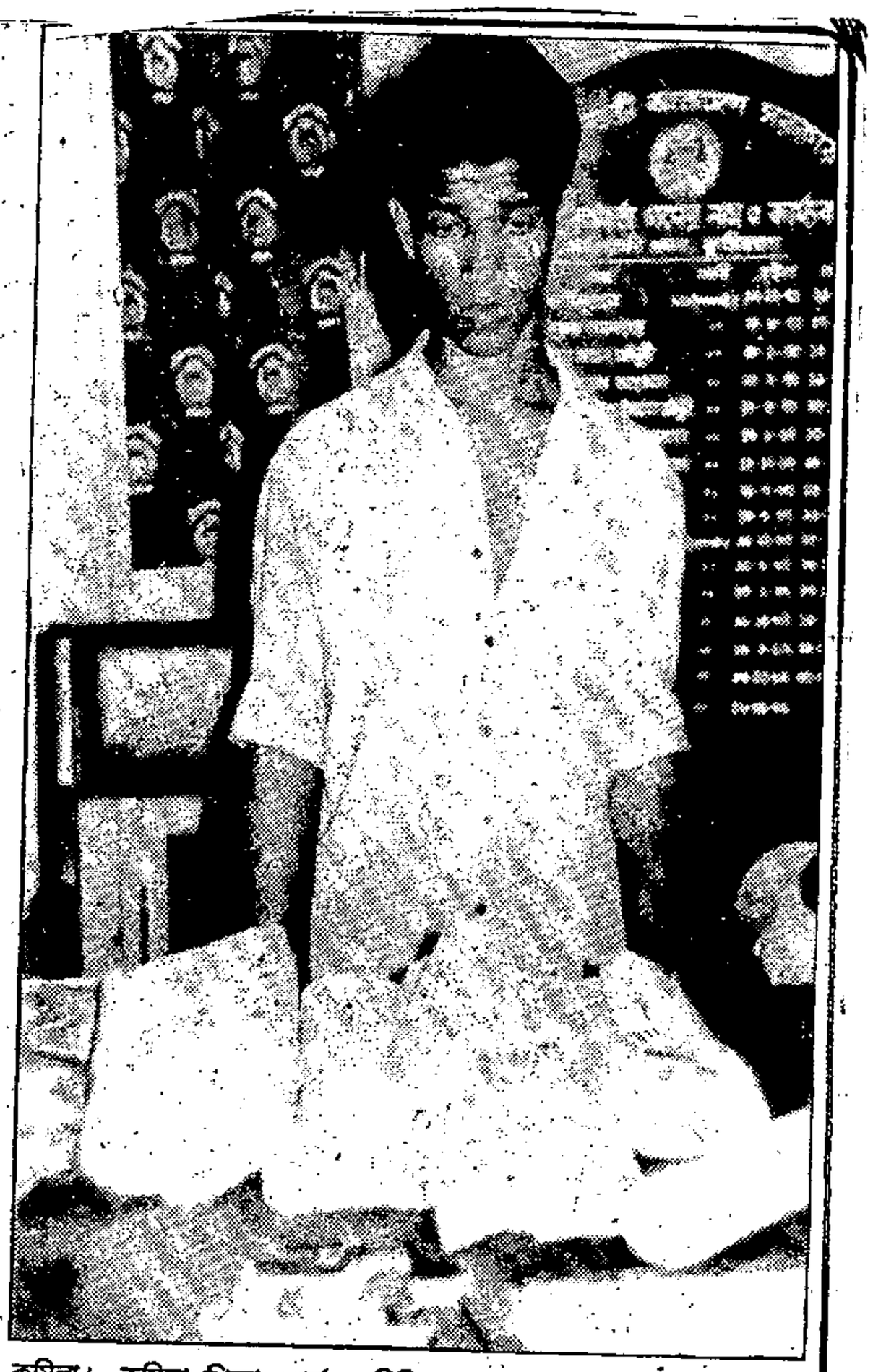

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড

পরীক্ষা সংক্রান্ত জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস ঃ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

|| রেজাউল করিম শামীম ||

কুমিল্লা, ১২ই এপ্রিল।– এবার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হলো। পুলিশ বিপুল পরিমাণ মার্কশীট, প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও বিভিন্ন কলেজের বদলী ছাড়পত্র (টিসি ফরম)সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে। এ ছাড়া কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষের জাল রাবার স্ট্যাম্পও পুলিশ গ্রেফতারকৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

গত ৩রা এপ্রিল সকালে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে টমছম ব্রীজ এলাকায় আগে থেকে সতর্ক অবস্থায় থাকা পুলিশ একজন রিক্সারোহীকে সন্দেহজনকভাবে আটক করে। পরে তার কোলের উপর রাখা এবং রিক্সা তল্লাশী চালিয়ে রিক্সার সীটের নীচে রাখা ২টি ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণে মার্কশীট, পরীক্ষার প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষের রাবার স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়। এসব কাগজপত্রে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নাম ছাপানো ছিল এবং দেখতে অবিকল বোর্ডের কাগজপত্রের অনুরূপ। এসব কাগজপত্র মূলতঃ বোর্ডের নিজস্ব নাকি নকল তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালী থানায় নিয়ে আসে। তার নাম আতিকুর রহমান (২২), বাড়ী কুমিল্লা সদর উপজেলার চাঙ্গিনী গ্রামে।

গ্রেফতারকৃতের কাছ থেকে যেসব কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অজিত গুহ কলেজের ১২টি টিসি ফরম, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র। এ ছাড়া ১৫টি বিভিন্ন ছাত্রের নামে পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন কার্ড, চৌয়ারা কলেজের ১৮টি টিসি ফরম ও প্রবেশপত্র, চাঁদপুর মেহের কলেজের ২৪টি টিসি ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড এক বান্ডেল মার্কশীট, প্রশংসাপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড রয়েছে। তাছাড়া কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও কলেজ পরিদর্শকের স্বাক্ষর যুক্ত রাবার স্ট্যাম্পসহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষের রাবার স্ট্যাম্প পাওয়া গেছে যার সংখ্যা ১৪।

এ ছাড়াও গ্রেফতারকৃত যুবক আতিকুর রহমানের কাছ থেকে ৯শ' টাকার ৩টি পে-অর্ডার, পূবালী ব্যাংক ভিক্টোরিয়া কলেজ শাখার ২০১০ একাউন্ট নাম্বারে জনৈক আবদুর রশীদের নামে মার্চ মাসের বিভিন্ন তারিখে জমা দেয়া মোট ৫০ হাজার টাকার রশিদ উদ্ধার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার নকল ও অসুদপায় অবলম্বন রোধকল্পে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে কেবলমাত্র জেলা ও উপজেলা সদরে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। এতে করে শহর ও শহরের আশপাশের কেন্দ্রগুলোতে নকল কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে অবাধে নকল ও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। যার ফলে অবাধে পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ লাভের আশায় শহর ও আশপাশের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোর ছাত্ররা দলে দলে মফস্বলের কলেজগুলোতে ছুটতে থাকে। অপরদিকে, পরীক্ষার সময় কেন্দ্র পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কড়াকড়ি বিধি-নিষেধ চালু করে।

এসব সত্ত্বেও এক শ্রেণীর কলেজের শিক্ষক নামধারী কতিপয় অসাধু ব্যক্তি বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর একটি চক্র নিয়মিতভাবে সকল নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে ছাত্রদের কেন্দ্র পরিবর্তন এবং সেই সাথে পরীক্ষায় অবাধে নকল করার সুযোগ দানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল। বিনিময়ে তারা ছাত্রদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। অভিযোগ রয়েছে যে, এসব ক্ষেত্রে এক একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন থেকে দশ হাজার পর্যন্ত টাকা নিয়ে নেয়া হতো।

বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা সংক্রান্ত বোর্ডের 'টপ সিক্রেট' কাগজপত্র উদ্ধারের মধ্য দিয়ে এ ধারণা আরো জোরালো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের মার্কশীট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি জালিয়াতির ঘটনা আরো উদঘাটিত হয়েছে। মামলাও চলছে। তাছাড়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার খাতা কেলেঙ্কারির চাঞ্চল্যকর ঘটনাও এই কুমিল্লাতেই উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা সংক্রান্ত এসব জালিয়াতি বন্ধ হয়নি এবং এসব ঘটনার সাথে জড়িত কারো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও হয়নি।

বর্তমান ঘটনাটিও একটি সংঘবদ্ধ দলের কারসাজি বলে পুলিশ ধারণা করছে। তদন্তের জন্যে মামলাটি দুর্নীতি দমন বিভাগকে দেয়া হয়েছে। মামলার পরিণতি দেখার জন্যে সচেতন মানুষ উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

কুমিল্লা।– কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ও বিভিন্ন কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার গোপনীয় কাগজপত্রসহ আতিকুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় — খবর